বিষয়বস্তুঃ আল্লাহর গায়েবী সাহায্য

রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৭ রবীউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী, ১৩ই অক্টোবর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৬

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰٓا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۞صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ.

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের ২৭ তারিখ, চতুর্থ জুমুআ। আজ আমাদের বয়ানের বিষয়বস্তু হল, আল্লাহর গায়েবী সাহায্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা মুহাম্মাদের ৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يٰا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং

তোমাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন।” এ আয়াতটি বিশেষভাবে যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদের সাহায্য করার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তবে দ্বীনের যেকোন ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবে।

সুধী বন্ধুগণ ! এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহকে সাহায্য করার কী অর্থ হতে পারে ? কেননা আল্লাহ তায়ালা তো কারোর সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। তাই মুফাসসিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহর সাহায্য করার অর্থ হল, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা।

মনে রাখবেন, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। কেউ আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল কুরবান করে সাহায্য করতে পারে। যেমন সাহাবায়ে কিরামগণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন যুগে সালাফে স্বলিহীনরা করেছেন।

আবার কেউ মাদরাসা ও মক্তবে বাচ্চাদের তা’লীমের মাধ্যমে কিংবা মৌখিক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য করতে পারে। আবার কেউ নিজের লেখনী বক্তব্যের মাধ্যমেও দ্বীনকে সাহায্য করতে পারে। যেমন একদল

বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামগণ এ খিদমত আন্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আবার কিছু উলামা ও সুলাহা অর্থাৎ আল্লাহর নেক বান্দারা দ্বীন থেকে বিপথগামী মানুষদেরকে দ্বীনের পথে ডাকার জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহর যমীনে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটাও দ্বীনের খিদমত। মোটকথা দ্বীনের সাহায্য বা খিদমতের বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। অতএব যে বা যারা যে পন্থায়ই দ্বীনের খিদমত করুক না কেন, সকলের জন্য আল্লাহ তায়ালা গায়েবী সাহায্যের ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিপদ-আপদে সর্বদায় হিফাযত করেন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আমরা আজ আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্য সম্পর্কে দু'টি চমৎকার ঘটনা শুনব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথম ঘটনাঃ

সর্ব প্রথম সাইয়্যিদুল কাউনাইন, খা-তামুন নাবীইয়ীন, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করি। মনে রাখবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের

প্রিয় হাবীবকে তাঁর শত্রুদের থেকে বারবার হিফাযত করেছেন। আর তিনি সূরা মাইদার ৬৭ নম্বর আয়াতে এ বিষয়ে ওয়াদাও করেছেন। তিনি বলেছেনঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "এবং আল্লাহ আপনাকে মানুষ অর্থাৎ শত্রুদের থেকে বাঁচাবেন।" এর ব্যাখ্যা হল, হে নবী ! আপনি রিসালাত ও নুবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালন করে যান। আমি আল্লাহ আপনাকে আপনার শত্রুদের থেকে হিফাযত করব।

জেনে রাখা দরকার, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসার সাথে সাথে মদীনার ইয়াহূদীদের বিখ্যাত দুই গোত্র বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযাদের সাথে একে অপরের প্রতি মিল-মুহাব্বত ও সাহায্য-সহানুভূতির চুক্তি করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের বিপদ-আপদে মুসলমানরা সাহায্য করবে এবং মুসলমানদের বিপদ-আপদে তারা সাহায্য করবে। এভাবে মুসলিম এবং ইয়াহূদী উভয় জাতি নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে মদীনাতে বসবাস করছিল। কিন্তু এমতাবস্থায় হটাৎ একদিন ইয়াহূদীরা

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে বসল।

ইমাম বাইহাকী (রহ) দালা-ইলুন নুবুওয়াহ কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় সেই ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরীর চতুর্থ বছরে একজন মুসলমানের হাতে মক্কার মুশরিকদের দুইব্যক্তি ভুলবশত নিহত হয়ে যায়। অর্থাৎ মুসলমান ব্যক্তি ওই দু'জনকে শত্রু মনে করে হত্যা করে ফেলে। অথচ তারা দু'জন নির্দোষ ছিল। মক্কাবাসীরা সেই দু'জনের হত্যার বদলে মদীনাবাসীদের নিকট দিয়াত অর্থাৎ আর্থিক জরিমানার দাবি করল। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মদীনাবাসীদের কাছ থেকে সেই জরিমানার অর্থ জমা করবেন বলে মনস্থ করলেন। যেমন মুসলমানদের কাছ থেকে নিবেন, তেমনিভাবে চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহূদীদের কাছ থেকেও নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। কেননা তাদের সাথে বিপদ-আপদে একে অপরকে সাহায্য করার চুক্তি ছিল।

সেজন্য তিনি একদল সাহাবীদেরকে নিয়ে জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য ইয়াহূদীদের বনূ নাযীর গোত্রে গেলেন।

যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন ইয়াহূদীরা বললঃ হে আবুল কাসিম ! (এটা নবীজির উপনাম) আপনি এই ঘরের মধ্যে দেওয়ালের ধারে বসুন। ততক্ষণ আমরা আলোচনা করে নিই যে, আমরা কে কেমন দিতে পারব। এই বলে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে, এই সুযোগে মুহাম্মাদকে হত্যা করে দিলে কেমন হয় ? তাদের মধ্য থেকে একজন বললঃ

مَنْ رَجُلٌ يَعْلُوْ عَلٰى هٰذَا الْبَيْتِ فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيَقْتُلُهُ بِهَا فَيُرِيْحُنَا مِنْهُ

"কে আছো ! একটি বড় পাথর এনে পিছন থেকে এই ঘরের দেওয়ালের উপর চড়ে মুহাম্মাদের মাথায় ফেলে ওকে মেরে ফেলে দিবে, যাতে করে আমরা শান্তি পাই ?

এ কথা শুনে তাদের মধ্যে আমর্ ইবনে জাহ্হাশ নামে একজন ব্যক্তি রাযি হয়ে গেল। যখন সে পাথর ফেলার জন্য দেওয়ালে চড়তে গেল, তখন সেই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিয়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, ওরা আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। অতএব, আপনি দ্রুত বেরিয়ে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে

নবীজি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর সাহাবীদেরকে বললেনঃ আমি একটু প্রয়োজনে যাচ্ছি। তোমরা ঘরের বাইরে এখানে দাঁড়াও আমি যতক্ষন পর্যন্ত এখানে না আসব, ততক্ষণ তোমরা এখান থেকে নড়বে না। সাহাবীরা মনে করলেন, নবীজি কোন প্রয়োজনে যাচ্ছেন। যাইহোক, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে সাহাবীরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দেখলেন যে, নবীজি আসছেন না, তখন তাঁরা মদীনায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, ইয়াহুদীরা নবীজিকে পাথর মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এভাবে তাঁর হাবীবকে হিফাযত করলেন। আর এমন ভাবেই আল্লাহ তায়ালা নিজের খাস বান্দাদেরকে হিফাযত করে থাকেন।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

মুহ্‌তারম ভাই সকল ! আমরা আল্লাহর গায়েবী সাহায্য সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা লক্ষ্য করি। এ ঘটনাটিও দালা-

ইলুন নুবুওয়াহ কিতাবের ৬ নম্বর খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। ঘটনা শোনার আগে একটি কথা জেনে রাখা দরকার। সেটা হল, আমরা বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরাহ রযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনেছি। তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত গোত্র কবীলায়ে দাওসের বাসিন্দা ছিলেন। আমরা এই কবীলায়ে দাওসের আর একজন সাহাবীর নাম শুনে রাখি। যার নাম হল, তুফাইল বিন আমর দাওসী (রযি)। তিনি হিজরতের ৭ বছর পূর্বে মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁরই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম ওই গোত্রে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়। আল ইসাবাহ ফী তাম্য়ীযিস সাহাবাহ নামক কিতাবে ইবনে হাজার আস্কালানী (রহ) লিখেছেন যে, তাঁরই দা'ওয়াতের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রযি) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আবূ হুরাইরাহ (রযি) এটা প্রকাশ করেছিলেন সপ্তম হিজরীতে খয়বারের যুদ্ধের সময়। যাইহোক, হযরত তুফাইল বিন আমরের প্রচেষ্টায় ইয়ামানের কবীলায়ে দাওসে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুহ্তারম শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আমরা সেই মূল ঘটনার

দিকে যাই, যেটা দালা-ইলুন নুবুওয়াহ কিতাবে ইমাম বাইহাকী (রহ) বর্ণনা করেছেন। কবীলায়ে দাওসের একজন মহিলা যার নাম ছিল উম্মে শরীক। তিনি রমাযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় গিয়ে নবীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য নিজের গোত্রের মানুষদেরকে বললেনঃ কে আছো ভাই ! আমাকে একটু নবী মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে যাবে ? একজন ইয়াহূদী বললঃ হে উম্মে শরীক ! এসো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। হযরত উম্মে শরীক (রযি) বললেনঃ একটুখানি দাঁড়াও, আমি একটি পাত্রে পানি ভরে নিই। যাতে করে এই দীর্ঘ সফরে পিপাসা লাগলে পান করতে পারি। ইয়াহূদী বললঃ পানি নিতে হবে না, আমার কাছে পানি আছে।

উম্মে শরীক বললেনঃ আমি ওদের সাথে রওনা দিলাম। অতঃপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর যখন দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা হল, তখন ইয়াহূদী ব্যক্তি এক জায়গায় অবস্থান করে খানা খেতে বসল। ইয়াহুদী বললঃ হে উম্মে শরীক এসো, খানা খাবে। উম্মে শরীক বললেনঃ আগে আমাকে একটু পানি দাও। আমি অত্যন্ত পিপাসিত। পানি

না পান করলে আমি কিছুই খেতে পারব না।

ইয়াহূদী বললঃ لَا أَسْقِيْكَ حَتّٰى تَهَوَّدِيْ "না, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি দিব না, যতক্ষণ তুমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইয়াহূদী ধর্ম অবলম্বন না করছ।" হযরত উম্মে শরীক (রযি) বললেনঃ আল্লাহ তোকে মঙ্গল করবেন না। তুই তাহলে এই জন্য আমাকে পানি নিতে নিষেধ করেছিলি? ইয়াহূদী বললঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে একফোঁটা পানি দিব না, যতক্ষণ তুমি ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ না করবে। হযরত উম্মে শরীক বললেনঃ

لَا وَاللّٰهِ، لَا أَتَهَوَّدُ أَبَدًا بَعْدَ اِذْ هَدَانِيَ اللهُ لِلْاِسْلَامِ

"আল্লাহর কসম খেয়ে বলছিঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইসলাম ধর্মের হিদায়াত দেওয়ার পর আমি কখনই ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করব না। (দরকার হলে আমি পিপাসার কারণে মৃত্যুবরণ করব, তবুও ইসলাম ত্যাগ করব না।)

অতঃপর উম্মে শরীক (রযি) নিজের উটের কাছে গিয়ে মজবুত করে উটের দড়ি বাঁধলেন। তারপর সেখানেই পিপাসিত অবস্থায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি বললেনঃ কিছুক্ষণ পর মধ্যরাতে হটাৎ ঘুম ভাঙতেই

দেখতে পেলাম যে, আমার সামনে এক মশক ঠান্ডা শিতল পানি হাযির আছে। আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম, পানিটা দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আমি আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে পান করলাম এবং খুব তৃপ্তি অনুভব করলাম। তারপর আমার উটকেও পেটভরে পান করালাম। অতঃপর সেই মশকটি আমার সামনে থেকে তুলে নেওয়া হল। আমি তাকাতেই রইলাম। দেখলাম, কিছুক্ষণ পর সেটা আকাশে মেঘের ভিতরে মিশে গেল, কী আশ্চর্য ব্যাপার।

হযরত উম্মে শরীক (রযি) বললেনঃ তারপর যখন সকাল হল, তখন ইয়াহূদী এসে জিজ্ঞেস করলঃ কি হল, উম্মে শরীক ! (কই মরে গেলে নাকি ?) উম্মে শরীক বললেনঃ আমি বললামঃ কসম খোদার, আমার আল্লাহ আমাকে রাতে পানি পান করিয়েছেন। ইয়াহূদী হাঁসতে হাঁসতে বললঃ কোথা থেকে, এই আকাশ থেকে অবতীর্ণ করলেন নাকি ? উম্মে শরীক বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই ! আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে আমার জন্য ঠান্ডা শিতল পানি নাযিল করেছিলেন। অতঃপর সেটা আবার আকাশে

তুলে নিয়েছিলেন।

এরপর উম্মে শরীক (রযি) নবীজির সঙ্গে মুলাকাতের জন্য মদীনার দিকে রওনা দিলেন। নবীজির কাছে এসে তিনি যখন সব ঘটনা খুলে বললেন, তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবীজির প্রস্তাবে তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি কি আপনার যোগ্য হতে পারি ? তবে, আমি আপনাকে অধিকার দিলাম। আপনি আমাকে যার সঙ্গে ইচ্ছা বিবাহ করিয়ে দেন। অতঃপর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হযরত যাইদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং তাঁকে ৩০ (স্ব) অর্থাৎ এক কুইন্টাল খাদ্য দেওয়ার আদেশ করলেন। আর বললেনঃ এর থেকে খেতে থাক। তবে খবরদার, কখনও ওজন করবে না। (তানাহলে আল্লাহ বরকত তুলে নিবেন।)

হযরত উম্মে শরীকের কাছে একটি চামড়ার পাত্রে একপাত্র ঘি ছিল। সেটা তিনি নবীজির জন্য হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। একটি বাঁদির হাতে ওই পাত্রটি দিয়ে বললেনঃ যাও, এটা নবীজির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আর নবীজিকে গিয়ে বলোঃ উম্মে শরীক আপনাকে সালাম দিয়েছেন, এবং বলেছেনঃ এটা আপনার জন্য হাদিয়া। বাঁদি সেটাকে নিয়ে যখন নবীজির কাছে পৌঁছে দিল, তখন নবীজি সেই পাত্র থেকে ঘি ঢেলে নিয়ে খালি পাত্র বাঁদিকে ফেরত দিলেন। আর বললেনঃ যাও এটা নিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে বলবে। আর কখনও যেন পাত্রের মুখটা বেঁধে না রাখে। (তানাহলে আল্লাহ বরকত দিবেন না।)

বাঁদি উম্মে শরীকের বাড়িতে গিয়ে পাত্রটির মুখ না বেঁধে ওইভাবে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখল। উম্মে শরীক যখন ঘরেতে ঢুঁকে দেখলেন যে, পাত্রটি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ ওই রকমভাবে ঘিয়ে ভরা দেওয়ালে টাঙান আছে, যেমনভাবে তিনি নবীজির জন্য পাঠিয়েছিলেন। তখন বাঁদিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়ে ! আমি তোমাকে এই পাত্রটি নবীজিকে দিয়ে আসতে বলেছিলাম না, এটা এখনও পর্যন্ত এখানে কেন ?

বাঁদি বললঃ খোদার কসম খেয়ে বলছিঃ আমি এটা নবীজির কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ঘিগুলো ঢেলে নিয়ে পাত্রটা আমাকে ফেরত দিয়ে বলেছিলেনঃ যাও এটাকে

নিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখ। আর এর মুখটা খুলে রাখবে। আমি ফিরে এসে ওই খালি পাত্রটি ওইভাবে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম। সুবহানাল্লাহ ! কি আশ্চর্য বিষয়, খালি পাত্র আবার ঘিয়ে ভরে গেল। এভাবে বহুদিন ওই পাত্র থেকে ঘি খেতে থাকলেন। কিন্তু পাত্রটি সর্বদায় ভরে থাকত।

হযরত উম্মে শরীক (রযি) তারপর একদিন বেখেয়ালে পাত্রটির মুখ বেঁধে দিলেন। কিছুদিন পর খেতে খেতে সেই পাত্রের ঘিগুলো শেষ হয়ে গেল। যদি তিনি পাত্রের মুখটি না বেঁধে খুলে রাখতেন, তাহলে হয়ত ওই পাত্রের ঘি জীবনে কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হত না। অনুরুপভাবে তিনি সেই ৩০ স্ব খাদ্য বহুদিন ধরে খেয়ে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটাকেও ওজন করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি একদিন ভুল করে বেখেয়ালে ওজন করে ফেললেন। দেখলেন যে, ৩০ স্ব’ই আছে। কিঞ্চিত পরিমাণেও কমেনি। কিন্তু যেহেতু তিনি ওজন করে ফেলেছেন, তাই তারপর থেকে কমতে কমতে শেষ হয়ে গেল। আফসোস ! তিনি যদি ওজন না করতেন,

তাহলে হয়ত কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হত না। আল্লাহ ভাল জানেন, এর মধ্যে কী হিকমত আছে।

যাইহোক ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হল, যারা আল্লাহর খাস বান্দা এবং সর্বদায় আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে গায়েবী সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলার এবং দ্বীনের খিদমত করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল